আওয়ামী লীগকে সহায়তাকারীদের তালিকা করছে বিএনপি



ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আশ্রয় দেওয়া, গ্রেপ্তারের পর ছাড়িয়ে নিতে তদবির কিংবা অন্য কোনোভাবে সহযোগিতার অভিযোগ উঠলে নিজ দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। এ ধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত অভিযুক্তদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে স্থায়ী বহিষ্কারসহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে দলটি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা সংস্থার পাশাপাশি বিএনপির একটি উচ্চপর্যায়ের দলও পৃথকভাবে তালিকা তৈরি করছে। অভিযোগগুলো যাচাই করে প্রতিবেদন দেওয়া হবে দলীয় হাইকমান্ডকে। এরপর প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা মনে করছেন, আগামী ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হলে তা মোকাবিলায় দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পুনর্বাসন কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তাঁদের মতে, জুলাই অভ্যুত্থানে প্রাণহানির পর অর্জিত রাজনৈতিক পরিবেশে এমন কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ আমলে হামলা-নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের পর স্থানীয় বিএনপি নেতাদের কেউ কেউ তাঁদের ছাড়িয়ে নিতে তদবির করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, আর্থিক লেনদেন কিংবা আত্মীয়তার সূত্রে আওয়ামী লীগের পলাতক ও অভিযুক্ত নেতাকর্মীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বিএনপি এরই মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গ, চাঁদাবাজি, দখলদারি, সহিংসতা ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে সারা দেশে শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ৭১টি বহিষ্কারাদেশের তথ্য পাওয়া গেছে। বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের কারণে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য পদ ছাড়ার ঘটনাও ঘটেছে।

এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, অনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ পেলেই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বহিষ্কারের পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে কেউ দলের পরিচয় ব্যবহার করে পার না পান।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, দলের কেউ অপরাধ বা জনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে নমনীয়তা দেখানো হবে না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সব পর্যায়ের পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হবে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কাউকে গ্রেপ্তারের পর ছাড়িয়ে নিতে বিএনপির কোনো নেতার ফোন এলে তাঁকেও আশ্রয়দাতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলে জানান তিনি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাস গত ৩১ অক্টোবর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আশ্রয় দিলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, দলীয় পরিচয় ব্যবহার করে কেউ যেন অপরাধ থেকে সুরক্ষা না পান, সে জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আওয়ামী লীগের বিতর্কিত নেতাকর্মীদের আশ্রয় দিলে বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দলের যুগ্ম মহাসচিব আব্দুস সালাম আজাদ বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা গোপনে সংগঠিত হয়ে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে। বিএনপির কেউ তাঁদের সহযোগিতা করলে তা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে। এ কারণে সাংগঠনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি আইনগত পদক্ষেপের বিষয়েও দল গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মতে, স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক আশ্রয় ও সহযোগিতা বন্ধ করা গেলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কমবে। এ নীতি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নজরদারি অব্যাহত রাখার ওপরও জোর দিচ্ছেন তাঁরা।